পাক্ষিক

إن الدين عند الله الإسلام

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

আহমদী

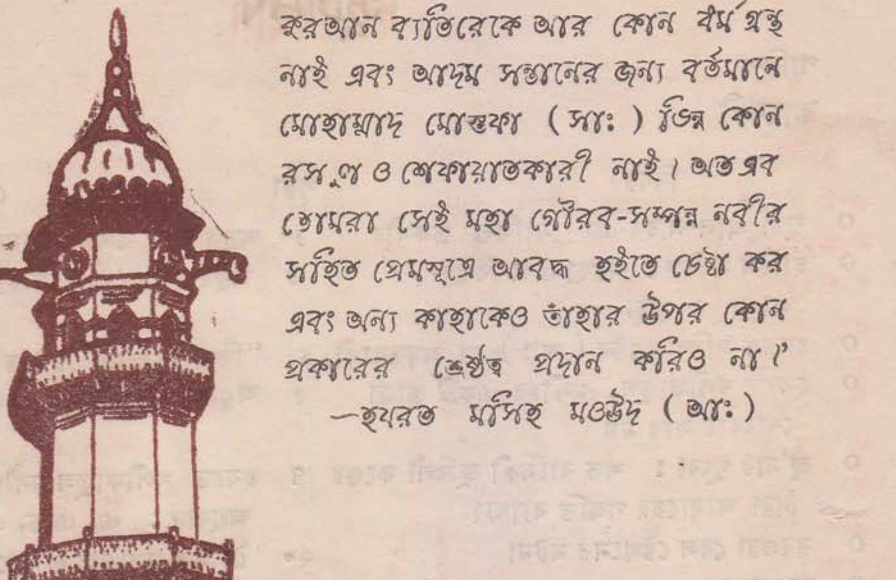

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৮১ বাংলা : ৩১শে জুলাই ১৯৭৪ ইং : ৯ই রজব, ১৩৯৪ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহমদী

২৮শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
o সুরা আল-লাহব-এর সংক্ষিপ্ত তফসীর	১	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
o হাদিস শরীফ : আত্মা এবং বিপদ-আপদ ও মৃত্যু	৩	অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ
o হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	৪	"কিশতিয়ে-নূহ" হইতে
o হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র একটি তাজা খোৎবার সার মর্ম	৫	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
o জু'মার খুৎবা : শত বার্ষিকী জুবিলী ফণ্ডের চাঁদা আদায়ের পদ্ধতি ব্যাখ্যা	৭	হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার
o রবওয়া রেল ষ্টেশনের ঘটনা	২০	দৈনিক মুসাওয়াত, লাহোর
o সংবাদ :	২১	সংকলন : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান
o বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার স্মারকলিপি সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা ও রেডিওর প্রচারনা	২২	
o বৃটিশ কমন্স সভায় মুলতবী প্রস্তাব	২২	
o শোক সংবাদ	২৩	
o ক্ষয়-ক্ষতির আপাততঃ প্রাপ্ত খতিয়ান	২৪	
o দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকার অভিমত :	২৫	দৈনিক যুগান্তর, কলিকাতা
o আখবার আহমদীয়া	২৮	সংকলন ও অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
o হুজুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ খোৎবার সার কথা	১৮	

দোয়ার আবেদন

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার আমীর মোহতরম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব অত্যাধিক কর্ম ব্যস্ততার মধ্য দিয়া চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া জামাত সমূহের সফর শেষে গত ৭ই জুলাই তারিখে প্রস্রাব বদ্ধতার রোগে আক্রান্ত হইয়া এখনও শয্যাগত আছেন। অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি আল্লাহ্‌র ফজলে সেল-সেলার সকল কর্তব্য কাজের প্রতি নজর রাখিতেছেন।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আমীর সাহেবকে প্রষ্টেট গ্ল্যাণ্ড (Prostat gland) এর অপারেশনের জন্য শীঘ্র ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্ত্তী করা হইবে। তাঁহার যথাশীঘ্র পূর্ণ আরোগ্য লাভের জন্য বন্ধুদের নিকট বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন জানান হইতেছে।

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্য্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা :
১৫ ই শ্রাবণ, ১৩৮১বাং : ৩১শেজুলাই, ১৯৭৪ইং : ৩১শে ওয়াফা, ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

সূরা আল-লাহব

॥ সংক্ষিপ্ত তফসির ॥

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' অবলম্বনে

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর— ৭)

এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, 'আলোচ্য আয়াতে প্রথমে আবু লাহাবের উভয় হস্ত ধ্বংস হওয়ার কথার উল্লেখ রহিয়াছে, তারপর তাহার নিজের ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। এতদ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, আবু লাহাব নাম প্রাপ্ত জাতি সমূহ, অর্থাৎ প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের শক্তি বর্গ বিভিন্ন দেশ গুলিকে তাহাদের নিজেদের সহিত মিলাইবার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাইবে এবং ঐ সকল দেশ তাহাদের সহিত মিলিয়া গিয়া তাহাদের হস্তরূপে পরিণত হইবে; ফলে আবু লাহাব আখ্যাপ্রাপ্ত জাতিবর্গ তাহাদের ঐ

সকল দলভুক্ত মিত্রগণের উপর গর্ভ করিবে এবং তাহাদিগকে নিজেদের শক্তি বলিয়া গন্য করিবে। আল্লাহতায়ালা এমন উপকরণ সৃষ্টি করিবেন যে, প্রথমে ঐ সকল সমর্থন কারী মিত্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তারপর সেই সত্বাটিও নির্মূল হইবে, যাহা আবু লাহাব বলিয়া আখ্যায়িত হইবার উপযুক্ত হইবে এবং ঐ সব জাতির কেন্দ্র বিন্দু স্বরূপ হইবে।

এ স্থলে একটি উল্লেখযোগ্য সূক্ষ্ম তত্ব এই যে, হাদিস সমূহে যেখানে ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর বিপদাবলী ও ফেৎনা সমূহের উদ্ভবের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে ইহাও বলা হইয়াছে যে, সেই সংকটপূর্ণ সময়ে আল্লাহ-তায়ালা প্রতিশ্রুত মসিহকে নাযেল করিবেন, যিনি ঐ সফল ফেৎনার মোকাবেলা করিবেন, কিন্তু দোয়া ও প্রার্থনার দ্বারা। কেননা হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়া গিয়াছেন 'লা ইয়াদানে লে আহাদিন লেকেতালেহিম' (মেশকাত)—ইসলামের সেই সময়ের বিরুদ্ধ শক্তিবর্গের মোকাবেলা পার্থিব অস্ত্রের দ্বারা সম্ভব হইবে না, এজন্য যে, মুসলমানদের অবস্থা তখন দুর্বল হইবে। কিন্তু আল্লাহতায়ালা মসিহ্ মওউদের দোয়া সমূহ শ্রবণ করিবেন এবং এমন উপকরণের সৃষ্টি করিবেন যে, লবন যেভাবে পানির মধ্যে দ্রবীভূত হয়, তেমনি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী শক্তিবর্গ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া বিলিন হইবে।

কোরআন করীম আবু লাহাব নাম পাওয়ার যোগ্য জাতি সমূহের সমর্থনকারীদিগকেও 'হস্ত' নামে অভিহিত করিয়াছে, এবং বলিয়াছে: 'তাববাৎ ইয়াদা আবি লাহাব'—(আবুলহবের উভয় হস্ত ধ্বংস হইল) এবং হাদিসেও আখেরী জামানার ফেৎনা সমূহের প্রসঙ্গে "উয়াদান" (হস্ত বা শক্তি-সামর্থ্য) শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এতদ্বারা এই বুঝায় যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্তায়ালা উম্মত সম্বন্ধে আখেরী জামানায় নির্ধারিত বিপদাবলীর সংবাদ দিয়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে, সুরা লাহাবে যে সকল জাতির উত্থানের খবর দেওয়া হইয়াছিল, উহাদের মোকাবেলা করা পার্থিব অস্ত্রের দ্বারা সম্ভব হইবে না। এই জন্যই তিনি (সাঃ) বলিয়াছিলেন যে, "উহাদের মোকাবেলা করার সামর্থ্য কাহারও হইবে না।"

মোট কথা, "তাব্বাৎ ইয়াদা আবি লাহাবিও ওয়া তাব্বা"—আয়াতের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বানী করা হইয়াছে যে, ইসলামের উপর আক্রমনকারী জাতি সমূহ এবং তাহাদের সমর্থনকারীগণ–সকলই ধ্বংস হইবে এবং কেহ ইসলামকে মিটাইতে পারিবে না। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

আয়ু এবং বিপদ-আপদ ও মৃত্যু

মৃত্যু মোমেনের জন্য এক তোহ্ফা। (বোখারী)

(২)

তোমাদের মধ্যে কেহ (পুন্যবান অথবা পাপী) মৃত্যু কামনা করিও না। কারণ আয়ু বৃদ্ধিতে পুণ্যাত্মার পূণ্য বৃদ্ধি এবং অনুতাপের দ্বারা পাপীর পাপ ক্ষয় হইতে পারে।
(বোখারী)

(৩)

তোমরা কেহ মৃত্যুর কামনা করিও না এবং সময়ের পূর্বে উহাকে আহ্বান জানাইও না, কারণ মৃত্যুর সহিত আশা কতিত হইয়া যায় এবং নিশ্চয়ই মোমেনের আয়ু কল্যাণ বৃদ্ধি করে। (মোসলেম)

(৪)

তোমাদের মধ্যে কেহ বিপদে পতিত হইলে নিষ্কৃতির জন্য মৃত্যুকে ডাকিও না। উপায়ন্তর না দেখিলে প্রার্থনা করিবে: হে আল্লাহ্, আমার আয়ু যতদিন আমার জন্য কল্যাণজনক ততদিন আমাকে তুমি জীবিত রাখ এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর, তখন তুমি আমার জীবনের অবসান কর। (বোখারী ও মোসলেম)

(৫)

এই জগতে প্রবাসী অর্থাৎ পথিকের ন্যায় জীবন যাপন কর। (বোখারী)

(৬)

আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে সৎ-চিন্তা সহ মৃত্যু বরণ কর।
(মোসলেম)

(৭)

মোমেন ঘর্মাক্ত-ললাটে (অর্থাৎ কর্মপূর্ণ জীবন লইয়া) মৃত্যু বরণ করে।
(তিরমিযি)

হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন-সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ)-এর সময় এক ব্যক্তির মৃত্যু হইল। অন্য একজন বলিল তাহার মৃত্যু কি সুখের! সে কোন দিন পীড়িত হয় নাই। তখন রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, তোমার প্রতি আক্ষেপ! তোমাকে কে জানাইবে যে, আল্লাহ যদি তাহাকে পীড়া দ্বারা পরীক্ষা করিতেন, তাহা হইলে তাহা তাহার গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হইত? (বোখারী, মোসলেম)

হযরত কা'ব বিন মালেক হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, বিশ্ববাসীর উপমা শস্যচারা সদৃশ্য! শস্যের কর্তন সময় পর্যন্ত বায়ু একবার এদিকে, অন্যবার অন্যদিকে উহাকে দোলাইতে থাকে। মোনাফেকের তুলনা শস্যহীন চারা সদৃশ্য। উহা একেবারেই সমূলে উৎপাটিত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই ইহাকে দোলাইতে পারে না। (বোখারী, মুসলেম)।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, বড় বিপদের সহিত বড় পুরস্কার। মহান আল্লাহ্ যখন কোনও সম্প্রদায়কে ভালবাসেন, তাহাদিগকে বিপদ-আপদ দেন। যে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকে, তাহার জন্য সুসংবাদ; যে তাহাতে অসন্তুষ্ট হয়, তাহার জন্য দুসংবাদ। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্),

সংকলন ও অনুবাদ: মোঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ, আঃ, আঃ,

হযরত মসিহ মওঊদ (আঃ)-এর

অমৃত বাণী

"ইহা নিশ্চয় যে, পূর্ববর্তী বিশ্বাসীদিগের মত তোমাদিগকেও নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা দিতে হইবে। অতএব সতর্ক রাহিও, যেন তোমাদের পদস্খলন না হয়। যদি আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ দৃঢ় থাকে, তবে পৃথিবী তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তোমাদের ক্ষতি তোমাদের হাত দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, শত্রুর হস্ত দ্বারা নহে। তোমাদের সমস্ত পার্থিব সম্মান যদি ধ্বংস হয়, তবে আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে স্বর্গে এক অক্ষয় সম্মান দিবেন। অতএব তোমরা কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। ইহা নিশ্চয় যে, তোমাদিগকে দুঃখ দেওয়া হইবে এবং তোমাদের অনেক আশা অপূর্ণ রহিবে। কিন্তু তোমরা তাহাতে দুঃখিত হইও না। কারণ তোমাদের খোদা দেখিতে চাহেন যে, তোমরা তাঁহার পথে দৃঢ়সংকল্প কি না। তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নহে। তোমাদের মধ্যে যে কর্মে শিথিল হইয়া পড়িবে, তাহাকে ঘৃণিত দ্রব্যের মত মণ্ডলী হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করা হইবে এবং আক্ষেপের সহিত তাহার জীবনের অবসান ঘটিবে। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পরিবে না। প্রণিধান কর, আমি অতি আনন্দের সহিত তোমাদিগকে এই সংবাদ দিতেছি যে, তোমাদের আল্লাহ্‌ এক বাস্তব অস্তিত্ব। যদিও সকলে তাঁহারই সৃষ্ট, তবুও তিনি সেই ব্যক্তিকেই মনোনীত করিয়া থাকেন, যে তাঁহাকে মনোনীত করে। যে ব্যক্তি তাঁহার অণ্বেষী তিনি তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি তাঁহার দিকে যায়, তিনি তাঁহার নিকট আসেন। যিনি তাঁহাকে প্রকৃত সম্মান করেন, তিনিও তাঁহাকে সম্মান প্রদান করেন। তোমরা নিজ মন সরল করিয়া এবং জিহ্বা, চক্ষু এবং কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও। তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন।" (কিশ্‌তি-এ-নূহ্‌)

দিন-রাত উঠিতে-বসিতে এবং চলিতে-ফিরিতে

এস্তেগফার এবং দোয়া করিতে থাক

কাহারও জন্য বদ-দোয়া করিও না ; সকলের জন্য কল্যাণ কামনা কর

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

১৪ই জুন ১৯৭৪ তারিখে প্রদত্ত জুমার খোৎবার সারমর্ম

রবওয়া, ১৫ই জুনঃ—সাইয়েদেনা হযরত খলিফাতুল মসিহ্ (আইঃ) গতকাল এখানে মসজিদে-আকসায় জুমার নামায পড়ান। খোৎবায় হুজুর আকদাস (আইঃ) আহ্বাবে-জামাতকে দিন-রাত উঠিতে বসিতে এবং চলিতে ফিরিতে এস্তেগফার ও দোয়া কারার এবং নজেদের স্বভাব ও প্রকৃতির বিকাশার্থে খোদাতালার নিকট হইতে শক্তি ও পৃষ্ঠ-পোকতা কামনার মাধ্যমে তাঁহার পানাহ্ ও আশ্রয়ে আসার জন্য মর্মস্পর্শী উপদেশ দান করেন।

হুজুর এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করিয়া বলেন যে, আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে এমন সব শক্তি ও ক্ষমতা দান করিয়াছেন, যাহাদের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রনের দ্বারা সে আধ্যাত্মিক উর্দ্ধগমন ও উন্নতি সমূহ লাভ করিতে পারে, এমনকি ফেরেশ্তাগণকেও অতিক্রম করিয়া আগে বাড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি সে ঐ সকল শক্তি ও স্বভাবজ ক্ষমতা দ্বারা সহি ভাবে ফায়দা হাসেল না করে তাহা হইলে সে অধঃপতনের অতল গহ্বরেও পতিত হইতে পারে।

হুজুর বলেন, মানুষের প্রত্যেক সেই শক্তি ও ক্ষমতা, যাহা সহি ভাবে ব্যবহার করা হয় না, তাহ মানবীয় দুর্বলতায় পর্যবসিত হয়। সেই সব বাশারী কমজোরী বা মানবীয় দুর্বলতার কবল হইতে বাঁচার এবং নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহ্তায়ালা একটি ব্যবস্থা-পত্র দান করিয়াছেন। তাহা হইল —এস্তেগফার। এস্তেগফারের দ্বারা আমরা আল্লাহ্তায়ালার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, হে খোদা! তুমি তোমার ক্ষমতা ও শক্তির দ্বারা আমাদের স্বভাব ও প্রকৃতিকে পৃষ্ঠ-পোষকতা প্রদান কর, যাহাতে বাশারী কমজোরী বা

মানবীয় দুর্বলতা আমাদের দ্বারা সংঘটিত না হয়, এবং যদি হয়, তাহা হইলে তোমার ফজল ও অনুগ্রহের দ্বারা উহার কুপ্রভাব হইতে যেন আমরা রক্ষা পাই

হুজুর বলেন, এস্তেগফার এবং দোয়ার ফলে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি খোদাই শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে, যাহার দরুন সে মানবীয় দুর্বলতার কুপ্রভাব হইতে রক্ষা পাইয়া খোদাতালার পানাহ্ ও আশ্রয়াধীনে আসিয়া যায়। কিন্তু ইহার জন্য জুরুরী যে, মানুষ যেন না শুধু তাহার নিজের জন্য বরং সকল মানবজাতির জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট কল্যাণ কামনা করে।

হুজুর বলেন, তোমরা প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারা মানবজাতির হৃদয় আল্লাহতায়ালা এবং খাতামান্নাবীয়িন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর জন্য জয় করার উদ্দেশ্য সৃষ্ট হইয়াছ। সুতরাং কাহারও জন্য তোমরা কখনও বদদোয়া করিও না। সকলের জন্য কল্যাণ কামনা কর। দিন-রাত উঠিতে, বসিতে, চলিতি, ফিরিতে—মোট কথা, সব সময় এস্তেগফার এবং দোয়ায় ব্যপৃত থাক। খোদাতায়ালাকে আঁকড়াইয়া ধর এবং তাঁহার আঁচলকে হাত হইতে ছাড়িও না। ইহার পর দেখ, খোদাতায়ালা তাঁহার প্রেম ও ভালবাসার জালওয়া কোন কোন পথে তোমাদের জন্য প্রদর্শণ করেন।

(আল-ফজল, ১৫ই জুন ১৯৭৪ইং—বদর, ৪ঠা জুলাই ১৯৭৪ইং)

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

আল্লাহর সাহায্য

খোদার পবিত্র পুরুষগণের নিকট খোদার তরফ হইতে সাহায্য আসে। যখন উহা আসে, তখন জগতকে এক (নূতন) জগৎ দেখাইয়া দেয়; উহা বাতাসের রূপ ধারণ করিয়া পথের সকল ধূলাকে উড়াইয়া দেয়। (পুনঃ) উহা অগ্নি হইয়া প্রত্যক বিরুদ্ধবাদীকে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

কখনও উহা ধূলা হইয়া শত্রুর মস্তকের উপর পতিত হয়। (পুনঃ) পানীর রূপ ধরিয়া উহা এক প্লাবন লইয়া আসে।

মূল কথা, খোদার কাজ বান্দার দ্বারা কখনো ব্যাহত হয় না। সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে সৃষ্টি কি করিতে পারে? (দুররে সমীন)

—হযরত ইমাম মাহদী মসিহ মওউদ (আঃ)

অনুবাদঃ মোঃ মোহাম্মাদ।

জুমার খুৎবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

(১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ ইং, রাবওয়াহ্‌ মসজিদুল আকসায় প্রদত্ত।)

অনুবাদঃ এ, এইচ, এম আলী আনয়ার

"শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী ফণ্ড" ইসলামের তবলীগ ও ক.রআন প্রচারের এক মহান পরিকল্পনা। এই মহান পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা। আহমদীয়তের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর বিশেষত্ব এবং ইসলামের বিশ্ব-বিজয় ব্যাখ্যা। আল্লাহতায়ালার ফজলের উপর নির্ভর পূর্বক অধিক অপেক্ষা অধিক ওয়াদা পেশ করুন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ ইং পর্যন্ত সম্পূর্ণ ওয়াদার ⅕ আদায় করুন।

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরাহ্‌ ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

বিগত সালানা জলসায় আহমদীয়া জমাআতের সম্মুখে আমি ইসলাম প্রচারের এক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছিলাম। এই পরিকল্পনার মিয়াদ প্রায় ষোল বৎসর। আজ হইতে প্রায় ১৫ বৎসর ২ মাস পরে আহ্‌মদীয়া জমাআত, যাহার ভিত্তি আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে সারা দুনিয়ায় ইসলামমের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য রাখা হইয়াছিল, ইহার জীবনের দ্বিতীয় শতাব্দীতে পদার্পন করিবে।

আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে, এক শত বৎসর অতিক্রমের পর আমরা খোদাতায়ালার 'হামদ'—প্রশংসাগীতি গাহিতে গাহিতে, কৃতজ্ঞচিত্তে শত বার্ষিকী জশন পালন করিব। এই ষোল বৎসরের মধ্যে ইহাও আমাদের লক্ষ্য থাকিবে যেন আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রদত্ত সামর্থ্যে প্রথম শতাব্দীর বুনিয়াদ সমূহ দৃঢ় করি এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর অভিবাদনের জন্য পরিবেশ গড়িয়া তোলার চেষ্টা করি।

আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিষ্ঠিত এই তহ্‌রীকের প্রথম শতাব্দীর সহিত সম্বন্ধ এই যে, ইহা আহমদীয়তের বুনিয়াদকে তৈরী ও দৃঢ় করার কাজে অতিবাহিত হইয়াছে এবং হইবে। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দী, আল্লাহতায়ালা যেমন নাকি আমাদিগকে সুসংবাদ দিয়াছেন, হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জমানায় তাঁহার আশীষময়, মহান, উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ সত্তার মাধ্যমে, অতঃপর উম্মতের সাধু ব্যক্তিগণের দ্বারা যে সমস্ত সুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তদ্দারা যুক্তি গ্রহণ পূর্বক আমি দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের

জমাআতের দ্বিতীয় শতাব্দী ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের শতাব্দী। ইনশাআল্লাহতায়ালা। আমাদের জীবনে—মহান আহ্‌মদীয়া সেলসেলার জীবনে দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইসলাম প্রায় সারা দুনিয়ায় প্রধান্য লাভ করিবে। অতঃপর যে অল্প বিস্তর কাজ রহিয়া যাইবে, জমাআতকে তাহা তৃতীয় শতাব্দীতে করিতে হইবে।

সুতরাং আহ্‌মদীয়া জমাআতের ভিত্তিকে মজবুত করিবার জন্য এবং শত বর্ষীয় জীবন উত্তীর্ণ হইলে আল্লাহ্‌তায়ালার হামদ করিতে করিতে তাঁহার হুজুরে সকাতরে নত হইয়া মহা সংকল্প নিয়া এই পরিকল্পনা রচিত। পরিকল্পনাটির অনেক বিভাগ আছে। সালানা জলসার বক্তৃতায় আমি বলিয়াছি যে, বিস্তৃত বিশ্লেষন জমাআতের মজলিসে শুরার সন্মুখে পেশ করিব। আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে এখন ত আমি পরিকল্পনাটিকে 'শতবার্ষিকী জশন' নামে অভিহিত করিয়া কথা বলিয়া যাইব। পরে পরামর্শ দ্বারা ইহার যে নাম দেওয়া সমীচীন, তাহা ঘোষণা করিব। এখন আমি পরামর্শ পূর্বক মীমাংসা করিয়াছি যে ইহার নাম হইবে শত বার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলী।

এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও সফলতার জন্য আমি সালানা জলসায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার এক তহ্‌রীক করিয়াছিলাম। তৎ সঙ্গে আমি ইহাও ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও তাঁহার রহমতের উপর ভরসা করিয়া যদিও আমি এই তহরীক আড়াই কোটি টাকার করিতেছি, কিন্তু ইহা পাঁচ কোটি পর্যন্ত পৌছিবে। আমি তখন বলিয়াছিলাম যে, বন্ধুগণ তাঁহাদের ওয়াদা মজলিসে মশাওরতের পূর্বে পাঠাইবেন। তারপর আমি এই ঘোষণাও করিয়াছিলাম যে, টাকা আমার নিকট পাঠাইবেন না। কারণ ইহাতে আমার সময় নষ্ট হয়। টাকা সদর আঞ্জুমনের অর্থাগারে পৌছা চাই এবং ওয়াদা আসিবে আমার নিকট। কারণ তাহাতে ওয়াদাকারী-গণের জন্য দোয়ার তহরীক পয়দা হয়। যদিও আল্লাহ্‌তায়ালাই তাঁহার ফজল দ্বারা, তাঁহার রহমত রাজি দ্বারা অনুগৃহীত করিয়াছেন, তথাপি আমরা—দুর্বল মানুষের কর্তব্য তাঁহার হুজুরে দোয়ায় মশগুল থাকা এবং তাঁহার রহমত আকর্ষণের চেষ্টা করা।

মজলিসে মশাওরতের ত এখনও প্রায় ২ মাস বাকী আছে। এখন পর্যন্ত অনেক পাকিস্তানী জমাআতের ওয়াদাও আসে নাই। দৃষ্টান্তস্থলে শেখপুরার দিক হইতে ব্যক্তিগত এবং একটি জমাআতের জমাতগত ওয়াদা ছাড়া জেলার দিক হইতে জমাতী ওয়াদা এখনও পৌছে নাই। পাকিস্তানের আরও অনেক এলাকায় আমাদের জমাআত কায়েম আছে। কিন্তু উহাদের ওয়াদা এখনও পৌছে নাই। অনেক জেলায় আমাদের জমাআত আছে। কিন্তু তাহাদের ওয়াদা এখন পর্যন্ত পৌছে নাই। অনেক জেলা ত এই তহরীকে

অনেক বড় রকমের অংশ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়াছে যে এই তাঁহাদের প্রথম কিস্তি বা দ্বিতীয় কিস্তি বা তৃতীয় কিস্তি ; ইহা ছাড়া তাহারা আরো কিস্তি পাঠাইবে।

সুতরং পাকিস্তানের অনেক জমাআত হইতে এ পর্যন্ত ওয়াদা পাওয়া যায় নাই। তবে তাহারা এই দিক দিয়া কাজ করিতেছে। মশাওরতের পূর্বে তাহারা অবশ্য তাহাদের ওয়াদা পাঠাইবে।

পাকিস্তানের বাহিরে আহমদীয়া জমাআত সমূহের সম্পর্কে জানা আবশ্যক। আমাদের ইংলণ্ডের মুবাল্লিগগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সালানা জলসার সময় যে ওয়াদা করিয়াছিলেন উহার সহিত যখন চৌধুরী জফরুল্লাহ্‌ খাঁ সাহেবের ওয়াদা আমি যোগ করিলাম, তখন উহা এক কোটি টাকায় দাঁড়াইল। আমাদের মুবাল্লেগগণ আমাদিগকে যদিও এখানেই সুসংবাদ দিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানকার জমাআতও যখন জানিতে পারিল তখন সেখানকার মজলিসে আমেলা তাহাদের সভাতেও এই ওয়াদাই করিয়াছে এবং আমাকে তার যোগে সংবাদ দিয়াছে। ইহা ছাড়া ডেনমার্কের জমাআতের সম্পূর্ণ ত নয়, তবে অনেক ওয়াদা আমরা পাইয়াছি। অন্য কথায়, বৈদেশিক জমাআত সমূহের মধ্যে এখন পর্যন্ত আমরা শুধু এই দুইটি দেশ হইতে ওয়াদা পাইয়াছি। এ ছাড়াও যে সকল আহ্‌মদী দোস্ত অন্যান্য দেশে বাস করেন, তাঁহারা আল্লাহ্‌তালার সংস্থাপিত এই জমাআতের মালী-তহরীক সমূহে অংশ গ্রহণ করেন। যে সকল দেশ হইতে "নুসরত জাঁহান রিজার্ভ ফণ্ডে" ওয়াদা পাওয়া গিয়াছিল, সেখান হইতেও এখন পর্যন্ত ওয়াদা আসিয়া পৌঁছায় নাই। যেমন নাকি আমি বলিয়াছি যে, ইংলণ্ড হইতে প্রায় সমুদয় ওয়াদা আসিয়াছে। এ ছাড়া যে সকল দেশে আহমদী বন্ধুগণ বসবাস করেন এবং তন্মধ্যে কোন কোন দেশে আমাদের বড়ই মজবুত ও খুখলিস জমাআত সমূহ কায়েম হইয়াছে এবং যাহাদের তরফ হইতে আমরা এখন পর্যন্ত ওয়াদা পাই নাই এবং মজলিসে মশাওরত পর্যন্ত ওয়াদার অপেক্ষা করা যায়, নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া গেলঃ—

(১) আমেরিকা (২) কানাডা (৩) পশ্চিম জার্মানী (৪ হলেণ্ড (৫) সুইজারল্যাণ্ড (৬) সুইডেন (৭) স্পেন (৮) ফ্রান্স (৯) জুগশ্লাভিয়া (১০) সউদী আরব (১১) মিসর (১২) তুর্কী (১৩) ইরান (১৪) মস্কত (১৫) আবু জহবী (১৬) আদন (১৭) বাহ্‌রাইন (১৮) কুয়েত (১৯) কতর (২০) দুবাই (২১) ইন্দুনিশিয়া (২২) মালয়েশিয়া (২৩) অষ্ট্রেলিয়া (২৪) জাপান (২৫) ফিজি দ্বীপপুঞ্জ (২৬) মরিশাস (২৭) সাবা (২৮) বর্মা (২৯) আফগানিস্তান (৩০)—(এখানে হুজুর আমাদের দেশের নাম করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশ হইতে ১০ লক্ষ টাকার ওয়াদা পাঠান হইয়াছে।)

(৩১) ভারত (৩২) তঞ্জানিয়া (৩৩) ইউগাণ্ডা (৩৪) কেনিয়া (৩৫) নাইজেরিয়া (৩৬) ঘানা (৩৭) সিরালিয়ন (৩৮) লাইবেরিয়া (৩৯) গাম্বিয়া (৪০) আইভরি কোষ্ট (৪১) লিবিয়া (৪২) অষ্ট্রিয়া (৪৩) সিনিগাল (৪৪) নরওয়ে (৪৫) আয়ার-ল্যাণ্ড (৪৬) গিয়ানা (৪৭) ত্রিনিডাড (৪৮) শ্রীলঙ্কা (৪৯ শ্যাম (৫০) জাম্বিয়া (৫১) সুদান

আফ্রিকার কোন কোন দেশে যেখানে আমাদের মিশন ত নাই, কিন্তু জমাআত কায়েম আছে, ঐ সকলের নাম অফিস আমাকে দেয় নাই। তাহারাও ইনশা-আল্লাহ্ ইহাতে যোগদান করিবে।

সুতরাং এই ৫১ টি দেশেও, কোনটিতে অল্প, কোনটিতে অনেক অধিক আহ্‌মদী জমাআত কায়েম আছে। তাহারা নুসরত জাহান রিজার্ভ ফণ্ডে অংশ গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের তরফ হইতে এখন পর্যন্ত শত বার্ষিকী জুবিলী ফণ্ডে ওয়াদা পৌঁছে নাই। আমি ইহাও বলিয়াছি যে পাকিস্তানে অনেক জমাআত আছে যাহাদের এখন পর্যন্ত ওয়াদা পৌঁছে নাই। ইহা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আড়াই কোটি মালী তহরীকের মোকাবেলায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ অপেক্ষাও অধিক টাকার ওয়াদা পৌঁছিয়াছে। তজ্জন্য আল্লাহ্তায়ালারই সম্যক প্রশংসা।

ইহা আল্লাহ্-তালারই অনুগ্রহ যে, তিনি হজরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কুওতে কুদসিয়া (পবিত্র শক্তি) দ্বারা ইসলামের এই পুনর্জাগরণের যুগে এমন জমাআত গঠিত করিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্তালার পথে সব কিছু কুরবান করিবার জন্য প্রস্তুত। এই সেই জমাআত, যাহাদের হৃদয়ে এই আগ্রহ আছে যে. যথাশীঘ্র মানব জাতির হৃদয় যেন খোদাও তাঁহার রসুল মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য জয় করা হয়। এজন্য যদি খোদা-তায়ালা তাঁহার ফজল করেন, তবে ইহাও কোন সুদূর পরাহত বিষয় নয় যে. ইশাআতে-ইসলামের এই মহান পরিকল্পনার জন্য ষোল বৎসর ৫ কোটি অপেক্ষাও বেশী টাকা সংগ্রহ হইয়া পড়ে। (উল্লেখ' এ পর্যন্ত ১০ কেটির উর্দ্ধে পৌছিয়াছে)

ইহা এক দিকে যেমন বড়ই সুখের কথা, অন্য দিকে তেমনি এই সকল দেশের লোক সংখ্যার প্রতি যখন আমরা লক্ষ্য করি, তখন আমাদের জন্য চিন্তার বিষয়ও হইয়া পড়ে। এখনও পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে অমাদের সুসজ্ঞবদ্ধ জমাআত ও মিশন স্থাপিত হয় নাই। এই জন্য এই পরিকল্পনার একটি প্রাথমিক প্রস্তাব এই ছিল যে, অন্ততঃ এক শত ভাষায় (অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রচলিত এক শত ভাষায়) ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষার অনুবাদ বিদেশে বহুল পরি-মানে বিস্তার করা এবং তদ্বারা ঐ সকল দেশের অধিবাসীদিগের শিক্ষা ও ইসলাহ্ এবং তাহাদিগকে ইসলামের দিকে আনার চেষ্টা করা।

একটি প্রশ্নের উত্তর

"শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী ফাণ্ডে" যে সকল ওয়াদা করা হয়, তৎ-সম্বন্ধে বাহির হইতে পত্র দ্বারা বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, তাহা আদায়ের কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে? প্রতি বৎসরই কি ১৬ দিতে হইবে, বা অন্য কোন উপায় আছে? আমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছি। যদিও বলা হয়, 'কানুন অন্ধ', তথাপি আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে ত চেতনা দিয়াছেন, অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি দিয়াছেন। আমি চিন্তা করিয়াছি। বিভিন্ন উপায়ে মানুষ টাকা পায়। এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যাহাদের মাসিক সীমাবদ্ধ। আয় তাহাদের, বেতন বা মুজুরী ছাড়া অন্য কোন আয় নাই। একটি নির্দিষ্ট আয় প্রতি মাসে তাঁহারা পান উহার বেশী নয়;—এই রূপ লোকদগিকে আমি বলিব যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদিগকে যতটা সামর্থ্য দিয়াছেন এবং তাঁহারা তদনুযায়ী এই ফাণ্ডে ওয়াদা করিয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব ওয়াদাকে ষোল অংশে ভাগ করুন। এই প্রকারে প্রতি বৎসর যে হিস্যা হয়, উহাকে বৎসরের ১২ মাসে ভাগ করিয়া মাসে মাসে ওয়াদা পূর্ণ করিতে থাকুন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদের মালে বরকত দিতে থাকিবেন। এই প্রকারে হয়ত আজ তাঁহারা যাহা দিতে পারেন বলিয়া মনে করেন, তাহা অপেক্ষাও অধিক দেওয়ার তৌফিক পাইবেন। যাহা হউক, আল্লাহ্‌তায়ালার সত্বা, মহাপরাক্রান্ত ও মহান, সব ধন ভাণ্ডারের মালিক। তাঁহার রহমত আমাদের কুরবাণী ও ত্যাগের অপেক্ষা করিতেছে: কবে আমরা নতশিরে আমাদের কুরবাণী নিয়া তাঁহার হুজুরে অবনত হই এবং তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার রহমত রাজি গ্রহণ করি।

বস্তুত: যাঁহাদের নির্দিষ্ট মাষিক আয় আছে, তাঁহারা মাসিক হারে আদায় করিবেন, যাহাতে পরে উদ্বেগের সৃষ্টি না হয়। সুতরাং এই নিয়ম ত তাঁহাদের জন্য, যাঁহদের বাঁধা-ধরা মাসিক আয় আছে। কিন্তু অন্য সব লোক, যাঁহাদের আয়ের পথ ও আমদানীর উপায় অন্য নানা প্রকারের তাঁহাদের সম্বন্ধেও মূল নীতি হিসাবে এই নিয়মই বটে। তাঁহারা প্রতি বৎসর ঐ সনের যে হিস্যা হয়, আদায় করিবেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার মেয়াদ পুরাপুরি ১৬ বৎসর নয় বরং ১৫ বছরের কিছু অধিক হয়। এ কারণে প্রথম দুই বৎসরের যে ওয়াদা, তাহা দুই বৎসরের অনুপাতে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ ওয়াদার ⅛ অংশ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ সনের পূর্বে আদায় হওয়া চাই। অত:পর বন্ধুগণ বছর বছর সাধারণ নিয়মে আদায় করিবেন। কিন্তু আমি বলিয়াছি যে, এক ত মাসে মাসে আদায়কারী, তারপর গ্রামের বাসিন্দা চাষী এবং আরও কোন কোন লোক থাকিতে পারেন, যাঁহারা গ্রামে বাস করেন, তাঁহাদের আয় সাধারণত: ষান্মাসিক (অর্থাৎ বৎসরে দুই বার

মাত্র আয়)। যদি তাঁহারা মনে করেন যে, বৎসরে আয়ের দুইটি সময়ে আদায় করিবেন, তবে এই হিসাবে ১/৩২ হইবে। অন্য কথায়, তাঁহারা প্রত্যেক আয় বা প্রত্যেক ফসলের সময় ১/৩২ এবং প্রতি বৎসর ১/১৬ প্রদান করিবেন, প্রথম বৎসর ছাড়া। প্রথম বৎসরে চারি ফসলের আয় হিসাবে তাঁহাদের ওয়াদার ১/১৬ ভাগ আদায় করিবেন। তাঁহাদের ছাড়া বানিজ্যিক, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিয়ার ও শিল্পীপতি আছেন। তাঁহাদের মাসিক নির্দিষ্ট আয় নাই এবং যান্মাসিক নির্দিষ্ট আয় ও নাই। কোন মাসে ডাক্তারের ফিস বেশী হয় এবং কোন মাসে ফিস হয় অল্প। এই প্রকারেই স্বাধীন ইঞ্জিনিয়র, উকীল, বানিজ্যিক ব্যবসায়ী ও শিল্পজীবিগণের বাঁধা-ধরা আয় নাই। তাঁহাদের আয়ে হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। তাঁহাদের আয় এক বিশেষ সীমার মধ্যে উঠে নামে। কখনও অধিক হয়, কখনও অল্প। বানিজ্যিকদের বিভিন্ন সময়ের মৌসুম আছে।

সুতরাং আমি এই সব ব্যবসায়ী, ডাক্তার, উকীল, ইঞ্জিনিয়র ও শিল্পজীবিদিগকে বলিব, যেহেতু এখন হইতেই কাজ শুরু করিতে হইবে এবং প্রারম্ভিক কাজের জন্য আমাদের অনেক প্রারম্ভিক খর্চা বৃদ্ধি পাইবে, সেহেতু তাঁহারা সাহস পূর্বক প্রথমে তাঁহাদের ওয়াদার ১৬ ভাগের ১ ভাগের পরিবর্তে যত অধিক দিতে পারেন, দিবেন। অর্থাৎ তাঁহারা নিয়মিত হারের প্রতি খেয়াল করিবেন না, বরং আল্লাহ্‌তায়ালা যাঁহাকে যত তৌফিক দেন, তত দিবেন। তবুও আমি তাঁহাদিগকে ইহা বলিব না যে, তাঁহারা নিজদিগকে কষ্টে ফেলিয়া এইরূপ করিবে না কিন্তু আমি অবশ্য বলিব যে, কষ্টে পতিত না হইয়া তাঁহারা প্রথম নূতন বৎসর অর্থাৎ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ সনের পূর্বে যত অধিক দিতে পারেন তাহা দিবেন, যেন শুরুতে যে প্রাথমিক কাজ করিতে হইবে, তাহা করা যায়, কারণ আমরা এই সবকাজকে ১৬ ভাগের ১ ভাগের অনুপাতে বিভক্ত করিতে পারি না। যেমন, আমি বলিয়াছিলাম যে, কোন কোন স্থানে আমাদের নূতন মিশন খুলিতে হইবে। সেখানে মসজিদ নির্মান করিতে হইবে। মিশন হাউস তৈরী করিতে হইবে। সেখানে ত আমরা ইহা বলিতে পারি না যে, আমরা তাহা ১৬ বৎসরে সমাধা করিব এবং প্রতি বৎসর তাহাতে ১৬ ভাগের ১ ভাগ খর্চা করিব। এই সব ক্ষেত্রে ত যখনই সুযোগ উপস্থিত হয় এবং উপায়-উপকরণ হাতে আসে, তখনই খর্চা করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্থলে, জমিন পাওয়া গেলে এবং উহাতে গৃহ তৈরী করিবার অনুমতি পাইলে সেখানে তৎক্ষনাৎ গৃহ তৈরী করিতে হইবে। আজকাল বিদেশে বিশেষতঃ (এবং এখানে সাধারণতঃ) জমিন দেওয়ার সময়ে বিক্রেতা এই শর্ত করে যে, এত সময়ের মধ্যে, যেমন

২।৩ বৎসরের মধ্যেই যে জন্য ভূমি দেওয়া গিয়াছে, তজ্জন্য বাড়ী নির্মান করিতে হইবে।

বস্তুতঃ, প্রথম সময়ে সর্বাবস্থায় অতিরিক্ত খর্চা হইবে। সে জন্য জমাআত হইতে এমন এক দল বাহির হওয়া চাই, যাঁহারা উপরোক্ত অনুপাত অপেক্ষা অধিক দেন, যেন ইশায়াতে-ইসলামের কাজে কোন ব্যতিক্রম না ঘটে। দৃষ্টান্তস্থলে কুরআন করীমের অনুবাদ ও তাহা প্রকাশকরা। কুরআন করীম ত বরকত-পূর্ণ কেতাব। খোদাতালা ইহাকে আমাদের রূহের শান্তির উপায় করিয়াছেন। সুতরাং কুরআন করীমের অনুবাদ সংক্রান্ত প্রশ্নে কখনও ইহা পারে না যে, আমরা কুরআন করীমের অনুবাদ প্রকাশ করিতে পারিলেও ১৬ বৎসর অপেক্ষা করিব। যখনই খোদাতায়ালা আমাদিগকে তৌফিক দেন, আমরা তখনই প্রকাশ করিব, যাহাতে যে সকল দেশে ঐ ভাষা ব্যবহৃত হয় ঐ সব এলাকা ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়। ইহাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য, যাহার জন্য জমাআতকে মালী-কুরবানীতে অংশ গ্রহণের জন্য তহ্‌রীক করা হইতেছে।

সুতরাং, যেহেতু বুনিয়াদ সমূহ আমাদের দৃঢ় করিতেই হইবে, সেহেতু আমাদের কাজ শুরু করিবার মাত্র অপেক্ষা। এজন্য যাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌-তালা সম্পূর্ণ ওয়াদা আদায় করার তৌফিক দেন, তাঁহারা সম্পূর্ণটাই দিবেন এবং পরবর্তী সন গুলিতে অল্প বিস্তর, খোদা যেমন যেমন তৌফিক দেন তাঁহারা দিয়া যাইবেন, বা ১৬ ভাগের ৩ বা ১৬ ভাগের ৪ দিয়া দিন। কিন্তু আপনাকে কোন কষ্টে নিপতিত করিবেন না। কারণ ইহারও অনুমতি আমাদের নাই। কোন কোন সময় ইহাতে এক ভাবে সংকোচনের সৃষ্টি হয় যাহা মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে। সে জন্য যে সকল বন্ধুকে আল্লাহ্‌তায়ালা মাল দিয়াছেন কিংবা হটাৎ তাঁহাদের আয়ের কোন উপায় হইল, তাহারা অগ্রসর হইবেন এবং আপনাকে কষ্টে নিপতিত না করিয়া আনু-পাতিক হিসাবে নয় বরং এই মহান পরিকল্পনার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রথম বৎসর যত অধিক হইতে অধিকতর দিতে পারেন দিবেন।

যাহা হউক, নীতিহিসাবে ত প্রথম সোয়া বৎসরে প্রত্যেককেই স্ব স্ব ওয়াদার ১৬ ভাগের ২ ভাগ আদায় করা উচিত এবং পরে প্রতি সনে ১৬ ভাগের ১ ভাগ হিসাবে আদায় করিতে হইবে। বাঁধাধরা আয়-ওয়ালা বন্ধুগণের পক্ষে ত সুবিধা ইহাতেই রহিয়াছে যে তাঁহারা প্রতি মাসে উক্ত হারে আদায় করিয়া যাইবেন। গ্রামবাসী বন্ধুগণ, যাঁহাদের আয় বা আমদানীর উপায় সাধারণতঃ বৎসরে দুই বার, তাঁহারা দুই সময়ে অন্ততঃ পক্ষে ১৬ ভাগের ১ ভাগ প্রতি বৎসর দিয়া যাইবেন। কিন্তু প্রথম সোয়া বৎসর ১৬ ভাগের ২ ভাগ হিসাবে আদায় করিবেন। তৃতীয়তঃ ঐ সব বন্ধু, যাঁহাদের আয় কখনও বাড়ে বা কমে, যেমন—উকীল, ব্যারিষ্টার, বানিজ্যিক, ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি যাঁহারা দেশের অর্থ-নৈতিক প্রয়োজন পূর্ণ করায় ব্যপৃত, যদি এবং যখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদের উপজীবিকায়

অসাধারণ বুদ্ধি দেন (আমার দোয়া এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার অপার অনুগ্রহে যেন তাহাই করেন), তাঁহারা সেই আনুপাতিক আদায়ের অপেক্ষা না করিয়া, কিন্তু কষ্টে না পড়িয়া যত বেশী পারেন দিবেন। এইরূপে আমাদের কাজ শুরুতেই দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়া চলিবে এবং আমাদের এই পরিকল্পনা, যাহার সফলতার রূপ আল্লাহ্‌-তালার রহমতের ফলে ১৬ বৎসর পর প্রকাশ পাইবে, উহাতে আজমত ও শান পয়দা হইতে থাকিবে। আমাদিগকে আমাদের রক্ত ও ঘর্মে উপার্জিত ধন দ্বারা, আমাদের অনেক হৃদয়াবেগের কুরবানী দ্বারা, আমাদের আত্মোৎসর্গ দ্বারা এবং পৃথিবীবাসীর হাতে দুঃখ ভোগ করিয়া খোদা-তালার হুজুরে সব কিছু পেশ করিবার মাধ্যমে ইসলামের গালবা বাস্তবায়িত করিতে হইবে। সুতরাং আমাদের যে দায়িত্ব, তাহা কোন সময়েই আমাদের দৃষ্টি-পথ হইতে অন্তর্হিত হওয়া উচিত নয়, যাহাতে আল্লাহ-তালার বিশারাত—তাঁহার সুসংবাদ সমূহ পূর্ণ হয় এবং তাঁহার রহমত রাজি আমাদের উপর বর্ষিত হয়। আমরা অসহায় অক্ষম বান্দা হইয়াও পূর্ণ আস্থা ও ভরসা সহকারে আশা রাখি যে, আল্লাহ্‌ তায়ালার ফজল আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা অপেক্ষা সহস্র গুণ, লক্ষ গুণ বা কোটি গুণ বেশী ফলোৎপন্ন করিতে পারে এবং তাহাই হইবে, ইনশা-আল্লাহ্‌।

ইহা একটি পরিকল্পনা এবং অতি ব্যাপক পরিকল্পনা। তজ্জন্য ইহার হিসাব রাখারও প্রথম হইতেই চিন্তা আবশ্যক। যদিও এখন ও বাকায়দা দফতর ত খোলা হয় নাই, কিন্তু আমার জনৈক বন্ধুকে আমার সহকারীরূপে লাগাইয়াছি। তাঁহাকে আমি এই নির্দেশ দিয়াছি যে, লাইব্রেরীতে যেমন পুস্তকের কার্ড থাকে তেমন কেবিনেট (ক্ষুদ্র রকমের আলমারী) তৈরী করিয়া প্রথম হইতেই উহাতে সম্পূর্ণ রেকর্ড রাখিবেন। দৃষ্টান্তস্থলে করাচী (ক)-এর অধীনে আসিবে। ইহার নীচে বর্ণমালানুসারে বন্ধুগণের নাম আসিবে। এই প্রকারে রেকর্ড সম্পূর্ণ হইবে। যদি প্রথম হইতেই হিসাব বন্দি করা হয়, তবে সহজ হয়। কিন্তু মূল রেকর্ড-হিসাবপত্র বা রেজিষ্টার প্রভৃতি রাখার কাজ জেলার জমাআত সমূহ করিবে। যদি জেলার নেজাম সহজে এইরূপ করিতে পারে তবে তাহা করিবে। যদি না পারে তবে বড় জমাআত সমূহকে স্বাধীনভাবে বলিয়া দিতে হইবে যে, তাঁহারা যেমন অন্যান্য চাঁদার হিসাব রাখেন সেই ভাবে এই হিসাবও রাখিবেন। জেলা-নেজাম নিগরানী করিবেন, যাহাতে হিসাব প্রথম হইতেই পরিষ্কার থাকে। কোন সময়েই আমাদের যেন এই বেগ পাইতে না হয় যে, ১০ | ১৫ দিন পর্যন্ত ৫ | ৭ ব্যক্তি লাগানোর পর সঠিক হিসাব আমাদের সামনে আসে।

সুতরাং প্রথম হইতেই যেমন হিসাববন্দি করিতে হয়, (এবং ইহাতেও মানুষের বুদ্ধি অনেক উন্নতি করিয়াছে), তেমনি ইহার ও হিসাব রক্ষা করিতে হইবে এবং তাগিদ দিতে হইবে। 'ফাযাক্কের' কোরআনের আদেশ অনুযায়ী লোকের মনে প্রফুল্লতা সৃষ্টি করিতে হইবে, হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইরশাদ মোতাবেক জমাআতকে তাঁহাদের কুরবানী করার কথা হেকমতের সহিত স্মরন করাইয়া দিতে হইবে, খোদার পথে তাঁহাদের যে সকল কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, তাহাও তাঁহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে, আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে যে সকল সুসংবাদ দিয়াছেন, তাহাও তাঁহাদিগকে জানাইতে হইবে, যেন হৃদয়ে আনন্দ ও প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়, দেল খোলে। সত্য কথা এই যে, ইহা এক মহান সংগ্রাম, যাহা আকাশ রাজি হইতে চালান হইয়াছে। ইহা এমন এক তহ্রীক, যাহা মানুষ কল্পনা করিতে পারে না। আহ্মদীয়তের বাহিরে কেহ ইহার ধারণাও করিতে পারে না। বরং আহ্মদীয়তের ভিতরেও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেহ ইহা কল্পনা করিতে পারেনা। আল্লাহতায়ালা এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আহ্মদীয়া জমাআতের ন্যায় দুর্বল জমাআতকে দাঁড় করিয়া বলিয়াছেন, 'আমি তোমাদের দ্বারা কাজ নিব। ইসলামের গালবার উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা এত বিরাট পরিকল্পনা যে মানব জাতির মধ্যে কোথাও এত বড় পরিকল্পনা নাই, এই হিসাবে যে, হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্বারা মানব জাতির জন্য যে সকল বরকত সৃষ্টি করা হইয়াছিল সেই সকল বরকত প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌঁছান এবং সাফল্যের সহিত তাহাদের হৃদয় জয় করা অর্থাৎ ইহা সেই পরিকল্পনা, যাহা শুরু করিয়াছিলেন হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং ইহার পরিনতি নির্দিষ্ট ছিল তাঁহারই পবিত্র শক্তি ও রূহানী বরকাত সমন্বিত প্রতিশ্রুত মাহ্দী (আঃ)-এর মাধ্যমে।

সুতরাং, ইহা এক অতি বড় পরিকল্পনা যাহা বিশ্বে ইসলামের তবলীগ ও কুরআনের ইশায়াতের জন্য জারী করা হইয়াছে। মানুষ যখন ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করে তাহার মাথা ঘুরিয়া যায়। যদি আমরা খোদাতালার প্রেম লাভ না করিতাম, যদি আমরা খোদাতালার রহমত রাজি আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ না করিতাম এবং আমাদের মস্তিষ্কে এই ধারণা না জন্মিত যে, আমরা খোদা ও তাঁহার রসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই জন্য শুধু আল্লাহ্তালার সাহায্যে ও সহায়তায় বিশ্ববাসীর হৃদয় জয় করিতে পারি, তবে আমরাও আমাদিগকে পাগল মনে করিতাম, কিন্তু আল্লাহ তালার যে প্রেমের নমুনা আমাদের জীবনে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তারফলে এবং এই প্রকৃত জ্ঞান লাভের পর যে, আল্লাহ্তায়ালা যাবতীয় কুদরতের মালীক, যাবতীয় ভাণ্ডারের মালীক,

হুকুম তাঁহারই চালু এবং তিনি যাহা আদেশ করেন তাহাই হয়—আমরা এই প্রকৃত জ্ঞান ও তত্ত্ব লাভের পর আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার প্রতি দৃষ্টিপাত করি না, আমরা আকাশ মণ্ডলীর দিকে তাকাই, সেই কাদের শক্তিমান খোদার কুদরত সমূহের সঞ্চালিত জ্যোতিবিকাশ দেখিয়া খোদার উপর তাওয়াক্কুল করিয়া ঘোষণা করি যে, এইরূপ হইয়া যাইবেই। নচেৎ আমরা কি? আমাদের শক্তিই কি? বহ্যঃদৃষ্টিতে অসম্ভব হইলেও ইহা সম্ভবে পরিণত হইবে। বিশ্ববাসীর হৃদয় খোদা ও তাঁহার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য জয় করা হইবে।

এক নব যুগ নব শতাব্দীতে শুরু হইবে। আমি বলিয়াছি প্রথম শতাব্দী বুনিয়াদ সমূহ মজবুত করার জন্য এবং দ্বিতীয় শতাব্দী ইসলামের প্রাধান্যের জন্য। বর্ত্তমান শতাব্দী ও ভবিষ্যৎ শতাব্দী সমূহ মাহদী মাহুদের শতাব্দী। অন্য কেহ আসিয়া আগাগোড়া নূতনভাবে ইসলামের ইশায়াত তথা ইসলাম প্রচারের কাজ নির্বাহ করিবেন না। এই মাহ্দীই ইসলামের নাশয়াতে-সানিয়া তথা ইসলামের পুনর্জীবনের সর্বাধিনায়করূপে এবং হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এক প্রিয় রূহানী পুত্র রূপে পৃথিবীর দিকে প্রেরীত হইয়াছেন। আহমদীয়া জমাআতের প্রথম শতাব্দীও ইসলামের সর্বাধিনায়ক রূপী মাহ্দী মাহুদের (প্রতিশ্রুত মাহ্দীর) শতাব্দী, দ্বিতীয় শতাব্দীও মাহদী মাহুদের শতাব্দী, যখন ইসলাম প্রাধান্য লাভ করিবে। অতঃপর তৃতীয় শতাব্দীতে অল্প বিস্তর কাজ থাকিবে। ইংরাজীতে একটি সামরিক রীতি-বাক্য আছে: Mopping up operation (অর্থাৎ, যে সব ছোট খাট কাজ রহিয়া গিয়াছে, তাহা করা), যখন তৃতীয় শতাব্দীর লোক আসিবেন তখন তাঁহারাই তাঁহাদের কাজ সমাধা করিবেন। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর সহিত। কারণ আমার সম্মুখে এখনও জমাআতের যে এক ক্ষুদ্র অংশ বসা আছেন, তাঁহাদের অনেকেই, বরং আমার মনে হয়, তাঁহাদের অধিকাংশই তাঁহাদের অন্তর্গত, যাঁহারা বীরত্ব, সৎ-সাহসিকতা, অনুগত্য ও ত্যাগের উন্মাদনা নিয়া প্রথম শতাব্দী ভেদ করিয়া দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রবেশ করিবেন এবং খোদাতালার হুজুরে দ্বীনী কুরবানী পেশ করিতে থাকিবেন। তাঁহারাও আল্লাহ তায়ালার রহমত রাজির দৃশ্য দর্শন করিবেন, এমনকি, ইস্‌লামের প্রাধান্য সম্বন্ধে অন্যদের হৃদয়েও কোন সন্দেহ-সংশয় থাকিবে না।

আমাদের হৃদয়ে ত আজও সন্দেহের লেশ মাত্র নাই কিন্তু অধিকাংশ পৃথিবীবাসি, এমন কি অধিকাংশ মুসলমান এই সন্দেহ পোষণ করে যে, এখনও ঐ সময় আসে নাই যখন ইসলাম সারা দুনিয়ার উপর 'গালিব' হইবে। তাহারা দেখিতে পায় না যে ইসলামের 'গালবার' উপকরণ সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা খোদার রহমতে মাহ্দী

মাহদের জামানা পাওয়ার এবং তাঁহাকে চিনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আমরা ইহা দেখিতেছি—ঐ সব সুসংবাদ পূর্ণ হইতে দেখিয়া, যাহা ইসলামের পুনরুত্থানের জন্য করা হইয়াছিল এবং খোদার ঐ ব্যবহারকে দেখিয়া যাহা তাঁহার জমাআতের সহিত আছে এবং খোদাতালার ঐ সব মোজেজা দেখিয়া যাহা আমাদের বড়গণ ও ছোটরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যাহা আমাদের পশ্চিমে, আমাদের পূর্বে, আমাদের উত্তরে ও আমাদের দক্ষিনে প্রকাশিত হইতেছে আমরা অন্তর্দৃষ্টির খোলা চোখে এই মোকামে দাঁড়ান আছি যে. ইসলামের গালবার সময় সমাগত এবং এই জামানা প্রতিশ্রুত মাহ্দীর জমানা এবং যে শতাব্দীতে ইসলামের সারা জগতে প্রাধান্য আরম্ভ হওয়া নির্ধারিত, তাহা আরম্ভ হইবে তারপূর্বে অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীতে ইসলামের মহান সৌধ, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান দূর্গের প্রসাদ তৈরীর জন্য যে সকল মজবুত বনিয়াদের প্রয়োজন ছিল, তাহা তৈরী হইতেছে। এখন প্রথম শতাব্দী শেষ হইতে প্রায় ১৬ বৎসর মাত্র বাকী। অন্য কথায়, প্রথম শতাব্দীতে কোরবানী দেওয়ার দিক হইতে শেষ ধাক্কা দেওয়ার অপেক্ষা মাত্র। তজ্জন্য এই ১৬ বর্ষীয় স্কীম তৈরী হইয়াছে, যেন ইসলামের গালবার উপকরণ শীঘ্র তৈরী হয়।

সুতরাং ইসলাম ত ইনশাআল্লাহ খোদার ফজল ও তাঁহার রহমতে সারা জগতে প্রাধান্য লাভ করিবে। অন্যান্য ধর্মে ইসলামের বিশ্বজনীন প্রাধান্যের এখনও চেতনা হয় নাই। অবশ্য উহাদের মৃত্যুর বিষয়ে অনুভূতি উহাদের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে। যদি অন্য সব ধর্মের মৃত্যু হয় এবং ইসলামও প্রাধান্য লাভ না করে, তবে পৃথিবী হইতে ধর্ম লোপ পাইবে এবং উহার স্থানে নাস্তিকতা উপস্থিত হইবে। এখন যাহারা নাস্তিক, তাহারা এই চিন্তাই করে যে, তাহারা পৃথিবীতে প্রধান্য লাভ করিবে। কারণ তাহারা মনে করে যে, পৃথিবীর অনেক বৃহৎ জড় ও সামরিক শক্তি তাহাদের হাতে আছে এবং পৃথিবীর সমগ্র ধন দৌলতের এক অতি বড় অংশ তাহাদের হাতে। এ জন্য তাহারা মনে করে যে, তাহারা তাহাদের শক্তির বলে, তাহাদের ধন দৌলতের বলে বিশ্ব বিজয় করিবে। কিন্তু আমরা যাহারা একটি দুর্বল জমাআতভুক্ত, তাহাদের এই সব কথা বার্তা শুনিয়া তাহাদের অজ্ঞতা নিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া থাকি। কারণ সারা দুনিয়ার জড় শক্তি ও সমস্ত দৌলত একত্রিভূত হইয়াও আল্লাহতায়ালার শক্তির মোকাবিলায় এক সেকেণ্ডের জন্যও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। ইসলামের 'গালবার' এই যে পরিকল্পনা ১৬ বৎসর ব্যাপী বিস্তৃত ও ইহা এত দীর্ঘ, তাহা এজন্য নয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা

এক সেকেণ্ডে এরূপ করিতে পারিতেন না। আল্লাহতায়ালা কুরআন করীমে বলেন: যদি আমি সারা দুনিয়াকে এক ধর্মে আনিতে চাইতাম. তবে ইহার জন্য আমার আদেশই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু খোদাতায়ালা চাহিয়াছেন যে, তিনি বান্দাগণকে এক বিশেষ সীমার মধ্যে স্বাধীনতা দেন এবং এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যে, তাহারা সেচ্ছায় দৌড়াইয়া তাঁহার দিকে আসে এবং ঐশী প্রেম লাভ করে। এই প্রকারে তাহারা ঐ "শালগম" অপেক্ষাও অধিক আল্লাহতালার মুকার্‌রাব (নৈকট্য প্রাপ্ত) হইয়া পড়ে, যাহা একটা তরকারী বিশেষ এবং খোদার ইচ্ছায় খোদার রহমত প্রাপ্ত হয়। প্রকাশ থাকে যে, শালগমের মধ্যে যে খাদ্য বিশেষত্ব আছে, উহা সে স্বীয় বলে লাভ করে না। খোদা বলিয়াছেন যে, শালগমে এই সব খাদ্য চারিত্র্য সৃষ্টি হউক, ফলে তাহা হইয়াছে। এখন যদি মানুষেরও এই অবস্থা হইত—যদি সেও এক "হও" হুকুমের বলে মুসলমান হইয়া যাইত, তবে শালগমের উপর বল প্রয়োগের মতই হইত; খোদার শক্তি উহাকে বলিয়াছে: তুমি আমার নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে যাইতে পারিবে না, অথবা মটর শুটই হউক বা পশুদের মধ্যে ঘোড়া, গরু, উট বা সামুদ্রিক জন্তুই হউক, বা ফলবান বৃক্ষ বা অন্যান্য বৃক্ষই হউক, বা সমুদ্র ও নদ নদী বা নভোমণ্ডল, সূর্য ও উহার কিরণ উহক সবই প্রাকৃতিক বিধানের বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু স্ব স্ব ক্ষেত্রে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহতালার রহমত লাভ করিতেছে। যদি হাইয়ুন ও কাইয়ুমন (জীবিত ও জীবন দাতা) খোদা যদি উহাদের উপর তাঁহার রহমতের ছায়া প্রসার না করিতেন তবে উহাদের পক্ষে এক সেকেণ্ডও জীবিত থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যে রহমত তিনি মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন উহাতে এবং এই রহমতে যাহা এখনই আমি বলিলাম উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এক হইল সেই রহমত যাহা খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষের স্বেচ্ছা প্রনোদিত মহান ও মকবুল প্রচেষ্টার ফলে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহতায়ালা অসীম প্রেম ও মহব্বত দ্বারা তাঁহার বান্দাকে উঠাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে ধারন করেন। এই রহমতের মোকাবিলা অন্য প্রকার রহমতের সহিত হইতে পারে না, যাহা সাধারণতঃ উদ্ভিদ, জন্তু প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। অন্য কথায়, এই সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, এই পৃথিবীতে যে সব অস্তিত্ব দেখা যায়, ইতিপূর্বে ছিল, যাহা এখন আছে বা ভবিষ্যতে হইবে, সবই ত আল্লাহতালার রহমত ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করিতে পারিত না, বর্ধিত হইত না এবং উপকারী হইতেও পারিত না, কিন্তু ইহা অন্য প্রকার উন্নতি দানের অভিব্যাকত্বপূর্ণ রহমত, যাহা এই বিশ্বের প্রত্যেক জিনিষেই দেখা যায়। মানুষের জন্য চিরস্থায়ী রহমত নির্দিষ্ট। কারণ খোদাতায়ালা তাহাকে

এজন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যে সে যেন তাঁহার এবাদতে সম্পূর্ণ নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার রহমতরাজির অংশ প্রাপ্ত হয়। খোদাতায়ালা দীর্ঘ কাল পর্যন্ত এরূপ উপকরণ সৃষ্টি করেন যে, মানুষ ক্রমোন্নতির মার্গ সমূহ উত্তীর্ণ হইতে থাকিয়া ঐ মহান যুগে পদার্পন করে যখন হজরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম মহা নবীরূপে আবির্ভূত হওয়া নির্দিষ্ট ছিল এবং যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের, তাহার প্রেরিতত্বের উদ্দেশ্য ও মিশন পূর্ণ হইত। ইহার শেষ গতি ছিল পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের তাহার খোদার পরিচিতি লাভ করায়, তাঁহার রহমতের দ্বারা, তাঁহার প্রেমের দ্বারা, তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ দ্বারা এ জগতেও এবং সেই পরবর্তী জগতেও তাঁহার জান্নাতের অংশ প্রাপক হওয়ায়।

সুতরাং, ইহা এক মহান কার্য, যাহা হইবেই, এবং এই মহান কার্য সাধনের জন্য তাঁহার সম্যক মহিমা সত্বেও আমার ও আপমাদের ন্যায় দুর্বল স্কন্ধ মনোনীত করা হইয়াছে। এ জন্য আমাদের কুরবানী করিতে হইবে। ইহা আমাদের কাজ। আমারা জানি আমরা যাহা কিছু এখন খোদার হুজুরে পেশ করি, তাহা স্বয়ং কিছুই নয়। কারণ ইসলামের শত্রুগণের মধ্যে এক এক ব্যক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামে অনেক সময় পাঁচ পাঁচ কোটি টাকাও দিতে পারে। সুতরাং প্রশ্ন পাঁচ কোটি টাকার নয় দশ কোটি টাকারও নয়। প্রশ্ন ত কি নিয়তের সহিত, কোন প্রাণ নিয়া আল্লহ্তালার সৌন্দর্যের প্রেমের ফলে এবং বিশ্বস্ততার কোন হৃদয়াবেগ নিয়া আমরা আমাদের তুচ্ছ কুরবানী তাঁহার হুজুরে পেশ করিলাম, যাহা কবুল করিয়া তিনি তাঁহার কুদরত, শক্তি ও মহিমার অভিব্যক্তি ঘটাইলেন এবং পৃথিবীবাসী এই মনে করিল যে, আহ্মদীয়া জমাআত এই সব কুরবানী দিয়াছে এবং ইসলাম জয়ী হইয়াছে। অথচ মূল সত্য এই ছিল যে আহ্মদীয়া জমাতের অস্তিত্ব, তাঁহাদের সব কুরবানী সত্বেও, তুচ্ছ কিছু একটা অপেক্ষা বেশী কোন বৈশিষ্ট রাখে না। হাঁ, আল্লাহতালার কুদরতের আশ্চর্য ক্রিয়া এই জড় জগতের চেষ্টা-তদ্বীরে আচ্ছন্ন থাকিয়া প্রকাশিত হয়। তিনি এক তদ্বীর করেন। তাঁহার তদ্বীর সর্বদা জয়যুক্ত হয়। ইহার মুকাবিলায় যে সকল চেষ্টা চরিত, বা তদ্বীর করা হয় তাহা সফল হয় না।

সুতরাং, দোয়ার সহিত, কুরবানীর সহিত, আত্মত্যাগের সহিত আল্লাহতালার হুজুরে সকাতরে অবনত হইয়া ইশায়াতে-ইসলামের এই মহান পরিকল্পনাকে আমাদের বাস্তব রূপ দিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমার মনে কিছু নফল এবাদতও আছে। শুধু পাঁচ কোটি টাকার ত খোদার প্রয়োজন নাই। কোন নফলের বা স্বেচ্ছাকৃত উপাসানার প্রয়োজনও তাঁহার নাই। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন

সব কিছু ত্যাগ, সব কিছু কুরবানী করিয়া যাওয়া। তজ্জন্য যতদূর নফল এবাদতের প্রশ্ন, তৎসম্বন্ধে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী খুৎবায় এই সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ ষোল বৎসরে) খোদাতায়ালার রহমত রাজি আকর্ষণের জন্য আমাদের কি কি এবং কত নফল এবাদত করা কর্ত্তব্য তাহা বলিব।

যাহা হউক, আমাদের দোয়া হইল আল্লাহ তায়ালা তাঁহার অপার অনুগ্রহে, তাঁহার ফজল দ্বারা জান-মালের কুরবানীর তৌফিকও দিন এবং নফল এবাদতেরও তৌফিক দিন। অতঃপর, তাঁহার অক্ষম বান্দাগণের এই সব অতি তুচ্ছ প্রচেষ্টাকে কবুল করিয়া তাঁহার ওয়াদা মোতাবেক একান্তই মহান—'আজীমুশ শান' ফল প্রদান করুন। খোদা করুন এমনই হউক। আমীন।

(সাপ্তাহিক 'বদর' কাদিয়ান (ভারত)
১৪ই মার্চ, ১৯৭৪ইং)

রবওয়া রেল ষ্টেশনের ঘটনা

—দৈনিক মুসাওয়াত, লাহোর

রবওয়া: ২৯শে মে—নিশতার কলেজের একদল ছাত্র ২২শে মে মুলতান হইতে চেনাব একস্প্রেস যোগে তাহাদের প্রমোদ-ভ্রমন উপলক্ষে সফরকালে রবওয়া রেলষ্টেশনে অশ্লিল ও অশোভনীয় ক্রিয়া কলাপ প্রদর্শন করে। ষ্টেশনে উপস্থিত মহিলাদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার কটুক্তি করে। তাহারা গাড়ী ছাড়িবার প্রাক্কালে এই হুমকিও দেয় যে, ফিরিবার পথে সমোচীত শিক্ষা দেওয়া হইবে। আজ তাহাদের ফিরিবার পথে গাড়ী রবওয়ার সীমানার ভিতর প্রবেশ করা মাত্র তাহারা শ্লোগান বাজী এবং গালী-গালাজ করিতে করিতে পূর্ববর্ত্তী ষ্টেশন সমুহ হইতে গাড়ীর ভিতরে সংগৃহীত পাথর দ্বারা আঘাত করিতে আরম্ভ করে। গাড়ী রেলওয়ে প্লেটফর্মে থামার পর তাহারা সেখানে উপস্থিত লোকজনের উপর হকীষ্টিক এবং অন্যান্য অস্ত্রের দ্বারা আক্রমন চালায়। পরস্পর সংঘর্ষের ফলে উভয় পক্ষের ১০ জন ব্যক্তি আহত হয়। তবে কেহ গুরুতরভাবে আহত হয় নাই। রেলের কর্মচারীবৃন্দ ও রেলওয়ে পুলিশ এবং স্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি আয়োত্তে আসে। উক্ত ঘটনার ফলে চেনাব একস্প্রেস তিন ঘন্টা বিলম্বিত হয়।

(দৈনিক মোসাওয়াত, লাহোর
—৩০শে মে ১৯৭৪ইং)।

অনুবাদ: আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

সংবাদ

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর সমীপে বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার স্মারকলিপি সম্পর্কে দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা ও রেডিওর প্রচারণা

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভূট্টোর নিকটে তাহার সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে একটি স্মারকলিপি মোহতারম আমীর, জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে পেশ করা হইয়াছে।

এই স্মারক লিপিতে পাকিস্তানে বর্তমান আহমদীয়া সম্প্রদায় বিরোধী দাঙ্গার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। দাঙ্গার সচিত্র ও প্রামানিক খবর পরিবেশনের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার, তথা-কথিত উলেমা ও দাঙ্গাকারীদের মানবতাবিরোধী হিংসাত্মক জঘন্য চেহারা উন্মোচিত করা হইয়াছে এবং পাকিস্তান সরকারকে এই দাঙ্গা অনতি-বিলম্বে বন্ধ করিয়া দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত সকল আহমদীর জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করা হইয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন হইতে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, আহমদীরা মুসলমান। তাহাদের উপর কুফরের ফতোয়া জারী করিবার ক্ষমতা বা এখতিয়ার কাহারো নাই,—না কোনো মুসলিম নাম ধারী আলেমের, না ইসলামী গণতন্ত্রের দাবীদার কোনো রাষ্ট্রের।

খোদার ফজলে, এই স্মারকলিপি বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। (আলহামদুলিল্লাহ)। দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইহার উপরে খবর বাহির হইতেছে। ঢাকার দৈনিক জনপদে স্মারকলিপির প্রায় সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় যে খবরাদি বাহির হইয়াছে তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি আপাততঃ দেওয়া গেল—

দৈনিক মর্নিং নিউজ, ঢাকা

(২রা জুলাই ১৯৭৪ইং)

বাংলাদেশে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাম্প্রতিক সফরের সময় তাহাকে প্রদত্ত এক স্মারক লিপিতে বাংলাদেশের জামাতে আহমদীয়ার আমীর বলেন: দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতে হইতেছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে একটি সংখ্যা

লঘু মুসলিম সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের হাত হইতে নিস্তার পাইতেছে না।

ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, এই নির্যাতনকে চরমে পৌঁছানো হইয়াছে সামাজিক বয়কোটের মধ্যমে।

দৈনিক অমৃত বাজার কলিকাতা

(১৯শে জুলাই, ৭৪ ইং)

প্রকাশ; পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরের সময় জামাতে আহমদীয়া বাংলাদেশের পক্ষ হইতে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। "এই খবর পরিবেশন করিয়া লাহোরের দৈনিক নওয়ায়ে ওয়াক্ত পত্রিকায় এই স্মারক লিপির উদ্ধৃতি দিয়া দেখানো হইয়াছে যে, আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোকদেরকে হত্যা করা এবং তাহাদের বাড়ীঘর, মসজিদ, ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন ও পোড়াইয়া ফেলার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। স্মারক-লিপিতে অভিযোগ করা হইয়াছে, আহমদীদেরকে পাকিস্তান হইতে উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে।"

উল্লেখ্য, সাপ্তাহিক 'বদর' কাদিয়ান (ভারত)-এর ১৮ই জুলাই-এর সংখ্যায় স্মারকলিপির উদ্ধৃ. অনুবাদ ফটো সহ প্রকাশ হইয়াছে। আলহামদু লিল্লাহ্।

বেতার প্রচার

এই স্মারকলিপির উপরে বাংলাদেশ বেতার, আকাশ বানী (ভারতীয় বেতার) এবং বি, বি, সি (বৃটীশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন) হইতে খবর প্রচার করা হইয়াছে। বিশেষতঃ আকাশ বানী এবং বি, বি, সি কর্তৃক প্রচারিত খবরে বলা হয় যে, জনাব মোহাম্মদ—আমীর, জামাতে আহমদীয়া কর্তৃক পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ জুলফিকার আলী ভুট্টোকে প্রদত্ত এই স্মারক লিপিতে পাকিস্তানের আহমদীয়া বিরোধী দাঙ্গার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

জাতিসংঘের মহামান্য সেক্রেটারী মিঃ কার্ট ওয়েল্ডহেমের নিকট জনাব আমীর সাহেবের সাম্প্রতিক প্রেরিত পত্রের উল্লেখ করিয়া আকাশ বাণী ও বি, বি, সি পাকিস্তানে সংঘটিত দাঙ্গা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে জাতি সংঘের প্রতি দাবীও জানায়।

আহমদী বিরোধী দাঙ্গা সম্পর্কে
বৃটিশ কমন্স সভায় মুলতবী প্রস্তাব

লণ্ডণ, ১৬ই জুলাই (রয়টার)—

বৃটীশ পার্লামেন্টের ছয় জন সদস্য পাকিস্তানে আহমদীয়া সপ্রদায়ের উপরে যে নির্যাতন চালানো হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তারের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রী কালাহানের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। যে ছয়

জন এম, পি, এই মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন; তাঁহারা সবাই ক্ষমতাসীন শ্রমিক দলের সদস্য। কিন্তু পার্লামেন্টে কাজের চাপ থাকার দরুন বিষয়টি আলোচিত হয় নাই। এই মূলতবী প্রস্তাবটিতে টাইমস্ অব লণ্ডন পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে পাকিস্তানে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উপরে সংঘটিত নির্যাতনের প্রতি পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। পুনরায় যাহাতে অনুরূপ হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতি সম্ভাব্য প্রভাব বিস্তারের অনুরোধ জানানো হইয়াছে। উক্ত মূলতবী প্রস্তাবটিতে স্বাক্ষর দান করেন মিঃ ষ্টেনলী ব্রোন, মিঃ সিডনী বিডওয়েল, মিঃ মার্টিন ফ্লেনারী, মিঃ ব্রেইন সেজমোর, মিঃ জর্জ পার্ক, মিঃ রোনাল্ড এ্যাটকিন্স।

(বাংলাদেশ টাইম্স
১৭ই জুলাই ১৯৭৪ইং)

সংকলন : শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

শোক-সংবাদ

বড়ই দুঃখের সহিত জানান যাইতেছে যে ঘাটুরা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রবীন আহ্‌মদী জনাব মুন্সী আলতাফ আলী সাহেব গত ১১ই জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার সময়ে ইন্তেকাল করিয়াছেন, ইন্নালিল্লাহে............। তিনি মরহুম মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের সময় হইতে অত্যন্ত এখলাসের সহিত জামাতের খেদমত করিয়াছেন। পূর্বে ঘাটুরা জামাতের সেক্রেটারী মালও ছিলেন। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭২ বৎসর ছিল। তিনি তাঁহার ২ মেয়ে ও তদীয় নাতী নাতীনী রাখিয়া গিয়াছেন। বন্ধুগণ মরহুমের রূহের মাগফেরাতের জন্য এবং তাঁহার পরিবারের সাবরে জামিল-এর জন্য দোয়া করিবেন।

—ছলিমুল্লাহ্, মোয়াল্লম, জামাতে-আহ্‌মদীয়া।

পাকিস্তানে আহমদীগণের ধন-সম্পদ এবং জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির আপাততঃ প্রাপ্ত খতিয়ান

১। ঘরবাড়ী লুণ্ঠিত ও অগ্নি-দগ্ধ করা হইয়াছে - - - প্রায় ৫০০
২। দোকান লুণ্ঠিত ও অগ্নি-দগ্ধ করা হইয়াছে - - - প্রায় ৬০০০
৩। লাইব্রেরী সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা হইয়াছে - - - - - - - ১৭
৪। মসজিদ দগ্ধিভূত ও ধ্বংস হইয়াছে - - - - - - ২১
৫। মসজিদ জবর-দখল করা হইয়াছে - - - - - - - [illegible]
৬। আহ্‌মদীদের বাস পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে - - - - ৭
৭। মটর কার পোড়ানো হইয়াছে - - - - - - - ২
৮। ট্রেক্‌টার পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে - - - - - - ৫
৯। আহ্‌মদীদের ষ্টোর (মাল গুদাম) পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে - - ৫
১০। আহ্‌মদীদের ফ্যাক্টরী পোডাইয়া দেওয়া হইয়াছে - - - ৬
১১। পেট্রোল পাম্প ও অয়েল ডিপো পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে - - ৩
১২। হোটেল-রেস্তরাঁ পোড়ানো হইয়াছে - - - - - - - ১
১৩। আহ্‌মদীগণকে শহীদ করা হইয়াছে - - - - - - - ২৯
১৪। গুরুতরভাবে আহত আহ্‌মদীগণ - - - - - - - ৬০
(যাহাদের মধ্যে দুই জনের জিহ্বা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে)
১৫। রাবওয়ায় যাহাদিগকে গ্রেফতার করা হয় - - - - - ৭৪
১৬। অন্যান্য স্থানে গ্রেফতারকৃত আহ্‌মদী - - - - - - - ৩১
১৭। কোরআন শরীফ অবমাননার সহিত পোড়ানো হইয়াছে - - - ৬০০০
১৮। আহ্‌মদী গৃহহারা হইয়াছেন—প্রায় - - - - - - - ৫০০০

৩০শে মে হইতে ১২ই জুন পর্যন্ত পাওয়া খবরের উপর ভিত্তি করিয়া উপরোক্ত খাতিয়ান প্রণীত। ক্ষয়-ক্ষতির এবং অমানুষিক বীভৎস অত্যাচারের বিবরণ এখনও আসিতেছে। আল্লাহতায়ালা আহ্‌বাবে-জামাতের সর্বাঙ্গীনভাবে হাফেজ ও নাসের হউন এবং আপন সাহায্য-সমর্থন দ্বারা ভূষিত করিয়া আপন কুদরতের জলওয়া প্রদর্শন করুন এবং সকল বিরুদ্ধবাদীদের এসলাহ ও হেদায়েত করুন। —আমীন। (সাপ্তাহিক "বদর", কাদিয়ান, ২৭শে জুন, ১৯৭৪ তারিখের সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত) অনুবাদ: আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ।

পাকিস্তানে আহ্মদী বিরোধী দাঙ্গা সম্পর্কে দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকার অভিমত

যখন হইতে পাকিস্তানে আহমদীয়া বিরোধী দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে, দেশ-বিদেশের অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন দৃষ্টি-কোন হইতে মূল্যবান অভিমত প্রকাশিত হইতেছে। নিম্নে আপাততঃ দৈনিক 'যুগান্তরে' প্রকাশিত মন্তব্য উদ্ধৃত করা গেল :

পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের সংখ্যা অজানা। লোক গণনায় আলাদা সম্প্রদায় হিসাবে তারা অচিহ্নিত। কারও কারও অনুমান, হয়ত পাঁচ লক্ষাধিক হবে। তবে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছেন প্রায় এক কোটি কাদিয়ানী কিংবা আহমদীয়া। ওরা শিক্ষিত, পরিশ্রমী এবং নিপুণ ব্যবসায়ী। ধর্মীয় প্রচারের উৎসাহ তাদের প্রবল। ইউরোপ এবং আফ্রিকায় প্রতি বছর বাড়ছে কাদিয়ানীদের সংখ্যা। কোন কোন অঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারীরা হটে যাচ্ছেন আহমদীয়া ধর্ম প্রচারকের কাছে। পাকিস্তান সামরিক এবং অসামরিক বহু উচ্চ পদে রয়েছেন এই সম্প্রদায়ের অনেক অফিসার। মোল্লাতন্ত্রের গোঁড়া সমর্থক জেনারেল টিক্কা খান। এদের পছন্দ করেন না তিনি। হামেসাই নাজেহাল হচ্ছেন আহমদীয়া অফিসাররা ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তাতে মদৎ যোগাচ্ছেন ভুট্টো। উৎসাহী মোল্লাতন্ত্রীরা। উভয় সঙ্কটে পড়েছেন পাক–প্রধানমন্ত্রী। গত বছর তথাকথিত আজাদ কাশ্মীরে চালু হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল আহমদীয়া-বিরোধী আইন। অমুসলমান বলে চিহ্নিত হয়েছিল আহমদীয়া সম্প্রদায়। নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাচ্ছে ধর্মীয় গোঁড়ামী ভেবেছিলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো। তাঁর হস্তক্ষেপে ধামাচাপা পড়ল তথাকথিত আজাদ কাশ্মীরের বিধান। মোল্লাতন্ত্রী মহলে উত্তুঙ্গ হয়ে উঠল ভুট্টো-বিরোধী আওয়াজ।

পাকিস্তানে আহমদীয়া উচ্ছেদের অভিযান থামে নি। ইতস্ততঃ হত্যাকাণ্ড এখনও চলছে পাক জাতীয় পরিষদে নাকি আসবে একটি বিল। তাতে থাকবে আহমদীয়া সম্প্রদায়কে অমুসলমান বলে ঘোষণা করার কথা। ওরা পাবে না কোন উচ্চ সরকারী পদ। পাকিস্তানে তৈরী হবে নয়া জিম্মী। ভুট্টোর মুরুব্বী আরবীয় মোল্লাতন্ত্রীরা। তাদের বিচারের জন্য নাকি পাঠান হয়েছে পাক-মোল্লার দাবী। কি রায় তাঁরা দেবেন তা সবার জানা। কি করবেন ভুট্টো? তিনি কি হবেন নয়া জিম্মীর স্রষ্টা? সংখ্যালঘু সমস্যা কন্টকিত পৃথিবীতে

জন্ম নেবে কি আর একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়? তারা কি রইবে মানবাধিকারের আওতার বাইরে? ধর্মীয় গোঁড়ামীকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন ভুট্টো। মেতেছিলেন আগুনের খেলায়। তাঁর নিজের ঘরে এখন লেগেছে আগুন। হাত পুড়েছে আগুনের খেলোয়াড়ের।

ছাত্রে ছাত্রে মারামারি সাধারণ ঘটনা। ওটা অসাধারণ হয়ে উঠল লাহোরে গত ২২শে মে তারিখে। দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ। নিল সাম্প্রদায়িকরূপ। হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ল গোটা পাকিস্তানে। মরল বেশ কিছু আহমদীয়া। পুড়ল তাদের দোকানপাট এবং মসজিদ। মোল্লাতন্ত্রীদের আওয়াজ—অমুসলমান বলে ঘোষণা কর আহমদীয়াদের। তাড়াও তাদের সরকারী ও বেসরকারী উচ্চপদ থেকে।

লণ্ডনে ছিলেন জাফরুল্লা খান। আবেদন জানালেন মানবাধিকার কমিশনে এবং আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ কমিশনের কাছে—নিপীড়ন চলছে আমাদের সম্প্রদায়ের (আহমদীয়া) উপর। তাদের জানমাল রক্ষা করছে না পুলিশ। তদন্ত কর—কি ঘটছে পাকিস্তানে।

ইতিমধ্যে গড়ে উঠছে যৌথ সংগ্রাম কমিটি। তার সরিক ১৩টি ধর্মীয় সংস্থা। মদৎ দিচ্ছেন বিরোধী দলগুলির জনপ্রিয় নেতা। উত্তুঙ্গে আহমদীয়া হটাও আন্দোলন। বেসামাল প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো।

হঠাৎ তাঁর খেয়ালে এল—১৮ মে ভারত ঘটিয়েছে পরমাণবিক বিস্ফোরণ। আফগান রাষ্ট্রপতি দাউদ খান গেছেন মস্কো সফরে। আওয়ামী পার্টির নেতা খান ওয়ালি খান রয়েছেন কাবুলে। এদিকে নজর রেখে বললেন পাক-প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তানে এই হাঙ্গামার জন্য দায়ী বিদেশী চক্রান্ত। ইঙ্গিত পরিষ্কার। পাক শত্রুদের হাতিয়ার 'আহমদীয়ারা'।

হঠাৎ এমন কাণ্ড কেন করলেন ভুট্টো? সুন্নী-আহমদীয়া হাঙ্গামা নতুন নয়। ১৯৫৩ সালেও ঘটেছিল অনুরূপ ঘটনা। জাফরুল্লা খান তখন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ধর্মে তিনি মুসলমান এবং বিশ্বাসে আহমদীয়া। তাঁর উপর মোল্লাতন্ত্রীদের যত আক্রোশ। সেবার হাঙ্গামা ছিল ব্যাপক। নিহতের সংখ্যা উঠেছিল হাজার দু-এর উপরে। জানের দায়ে বহু আহমদীয়া আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতে। এ সব কাহীনি ভুট্টোর জানা। তা সত্ত্বেও নিজের ঘরে আগুন দিয়ে কেন মজা দেখছেন তিনি?

গত ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরে হয়ে গেছে ইসলামী সম্মেলন। তাতে হাজির ছিলেন সৌদী আরবের বাদশা ফয়সল! মোল্লাতন্ত্রী ইসলামী দুনিয়ায় তাঁর ভারী প্রভাব। তিনি নাকি ফতোয়া দিয়েছেন ভুট্টোকে—অমুসলমান বলে ঘোষণা কর আহমদীয়াদের। তাড়াও তাদের পাকিস্তান থেকে, নইলে পাবে না

আরব দুনিয়ার আর্থিক সাহায্য। মার্চ মাসে জেদ্দায় বসল একটি ধর্মীয় বৈঠক। তাতে যোগ দিয়েছিলেন পাক-প্রতিনিধি। গৃহীত হল প্রস্তাব—মুসলমান নয় আহমদীয়া। ঢোক গিলে তা মেনে নিলেন পাক-প্রতিনিধি। পাকিস্তানে সাম্প্রতিক দাঙ্গা হয়ত তারই আনুষঙ্গিক জের।

ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান। সেখানে মোল্লা-তন্ত্রীদের প্রাধান্য। গোঁড়া মুসলমানদের ধারণা দুনিয়ার শেষ নবী মুহাম্মদ (দঃ); পবিত্র কোরান ঈশ্বরের শেষ বাণী। এই মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল মির্জা গোলাম আহমদ। গুরু-দাসপুর জেলার (পাঞ্জাব) কাদিয়ান গ্রামে জন্ম (১৮৩৫)। তাঁর মতে মুখ্য নবী হলেও শেষ নবী নন হযরত মুহাম্মদ। তিনি নিজে অন্যতম নবী। এবং পবিত্র কোরানের সঠিক রাখার দাবীদার। এই নয়া নবীকে মানেন না শিয়া কিংবা সুন্নী সম্প্রদায়ের মৌলানারা। তাঁরা আমল দেন না কোরানের নতুন ব্যাখ্যায়। এই মতবিরোধের পরিণাম আহমদীয়া বা কাদিয়ানী বিরোধী জেহাদ।

(দৈনিক যুগান্তর, কলিকাতা.
—১০ই জুলাই ১৯৭৪ইং)

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দাবী

"এখন মুহাম্মদীয় নবুওয়াত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুওয়াতের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে"

"আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহার পায়রবী (অনুগত্য) না করিতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পূণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হইত, তাহা হইলেও আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতাম না। কেননা এখন মুহাম্মদীয় নবূওয়াত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবূওয়াতের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শরীয়ত লইয়া আর কোন নবী আসিতে পারেন না। অবশ্য, শরীয়ত ব্যতিরেকে নবী হইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ নবী শুধু তিনিই হইতে পারেন, যিনি প্রথমে রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতী (অনুবর্ত্তী) হয়েন।"

(তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়া, পৃঃ ২৬, ১৯০৬ সনে রচিত)

হুজুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ খোৎবার সার কথা

হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহ্‌মদ খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) গত ২১শে জুন, ১৯৭৪ইং তারিখে এক গুরুত্বপূর্ণ জুমার খোৎবা প্রদান করেন। সময় ও জায়গার অভাবে আহ্‌মদীর অত্র সংখ্যায় উহার পূর্ণ তরজমা দেওয়া সম্ভব হইল না। উহার সার কথা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। পূর্ণ তরজমা আগামী সংখ্যায় পাঠ করিতে পারিবেন, ইনশায়াল্লাহ্।—

মানবীয় বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা, প্রকৃতি ও বিবেক, ভদ্রতা ও শালীনতা এবং সকল ধর্ম, যাহা বিভিন্ন সময়ে আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে নাযেল হইয়াছে, কোন সরকারকেই মানুষের হৃদয়ের উপর হুকুম জারী করার অনুমতি দেয় না।

ইহা একটি এতই স্থূল ও স্পষ্ট বিষয় যে, খোদাতায়ালার অস্বীকারকারী নাস্তিকগণও মানব জীবনের এই বাস্তব সত্যটি স্বীকার না করিয়া পারে না।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ এবং পাকিস্তানের সংবিধান উভয়ই প্রত্যেকটি মানুষের এই মৌল অধিকারকে স্বীকৃতি দান করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার নিজের ধর্মমত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা করিতে পারে।

পাকিস্তানের সংবিধান সরকারকে, আহমদীগণ মুসলমান কি না, এ ব্যাপারে কোন রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অনুমতি দেয় না, বরং উহা প্রত্যেক আহমদীকে এই ঘোষণা করার অধিকার দেয় যে, সে মুসলমান।

আখবারে আহমদীয়া

সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান—১৮ই জুলাই :

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)-এর সাস্থ্য আল্লাহতায়ালার ফজলে ভাল। আলহামদুলিল্লাহ্। হুজুর আকদাস (আইঃ) ৪ঠা জুলাই তারিখে জিলা আমীরগণের একটি মিটিং ডাকিয়া তাঁহাদেরকে জরুরী নির্দেশাবলী দান করেন। উক্ত মিটিং ১৮ ঘণ্টা ব্যাপী স্থায়ী থাকে। ইহার দ্বারা হুজুরের অসাধারণ কর্ম ব্যাস্ততার আন্দাজ করা যায়। বন্ধুগণ হুজুরের স্বাস্থ্য, সালামতী ও দীর্ঘায়ু এবং তাঁহার পবিত্র ও মহান দ্বীনী উদ্দেশ্যাবলীতে পূর্ণ সফলতা এবং সমস্ত জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিরাপত্তা ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য নিয়মিত দোয়া জারী রাখিবেন। পাকিস্তানে এখন যদিও আহমদীদের বয়কটের তীব্রতা যৎকিঞ্চিৎ কম হইয়া আসিতেছে, কিন্তু অনেক জায়গায় বয়কট এখনও অত্যন্ত কঠোর ও নিষ্ঠুর ভাবে চলিতেছে। আল্লাহতায়ালা জামাতের সকল বন্ধুর হাফেজ ও নাসের হউন এবং সবর ও ঈমানে দৃঢ় থাকার তৌফিক দিন। আমিন।

অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে!

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লোমের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘণিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ স্বুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন:

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফ আল্লাহ্তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এ সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ)।"

(আইয়ামুস স্বুলেহ্, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.